সংবাদ

তারিখ 12 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিলুপ্ত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন-১৯৯০

নোট গাইড পড়ানো ও প্রকাশ বন্ধের বিধান রেখে শিক্ষা আইন হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

বিলুপ্ত হচ্ছে 'প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন-১৯৯০'। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে 'শিক্ষা আইন-২০১২' প্রণয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকায় পুরনো ওই আইনটি বিলুপ্ত হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনে নোট-গাইড পড়ানো ও প্রকাশ বন্ধের বিধান রাখা হয়েছে। পুরনো আইনটি বিলুপ্ত করতে শীঘ্রই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করবে। ১৯৯০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি চূড়ান্ত হয়। এরপর প্রায় ২৩ বছর পর আইনটি বিলুপ্ত হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম গতকাল সংবাদকে বলেন, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে নতুন শিক্ষা আইন হচ্ছে। আইনটি চূড়ান্ত হলে আলাদা করে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন' আর থাকবে না। তিনি জানান, আইনটি বিলুপ্ত করার জন্য শীঘ্রই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, শিক্ষা আইনের খসড়া ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার আইনটির ওপরে বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত নেয়া শেষ হয়েছে। অনেকেই প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন ধারার বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। কিন্তু আইনটি চূড়ান্ত না হওয়ার জন্য সব শিক্ষক সংগঠন এবং নোট-গাইড বই ব্যবসায়ীরা উঠেপড়ে লেগেছেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইনটি চূড়ান্ত করার জন্য কাজ করছে। সব প্রক্রিয়া শেষ করে শিক্ষা আইনটি সংসদের আগামী অধিবেশনেই উত্থাপন করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান। আজ থেকে সংসদ অধিবেশন শুরু হচ্ছে। শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, মঙ্গলবার আইনটির ওপরে মতামত নেয়া শেষ হয়েছে। মতামতগুলো যাচাই-

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

শিক্ষা : আইন হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাছাই করে আইনটি প্রণয়ন করা হবে। এরপরে মন্ত্রিসভা হয়ে আইনটি জাতীয় সংসদে যাবে।

জানা গেছে, আইনটির ওপর পূর্ণাঙ্গ মতামত খুব একটা পাওয়া যায়নি। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধান মতামত প্রদানের সময় অভিযোগ করেন, পরিচালনা কমিটির সভাপতির দৌরাত্ম্যের অবসান যেন হয়। তাদের অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আর নোট-গাইড ব্যবসায়ীরা এ আইনের বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মতামত দিয়েছেন। ব্যবসায়ীরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নোট-গাইড বই ব্যবসায়ীদের সাক্ষাতের সময় দিচ্ছেন না।

এর আগে গত রোববার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। শিক্ষাবিদ ও সুধী সমাজ আইনটি সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩৪টি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৯৪টি ও ব্যক্তি পর্যায়ে ১০৬টিসহ মোট ২৩৪টি মতামত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৫টি পূর্ণাঙ্গ মতামত। এ মতামতের ভিত্তিতেই সংসদে এ আইনটি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে বলা হয়েছিল, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হবে পাঁচ বছর মেয়াদি অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। কিন্তু শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছে আট বছর মেয়াদি অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রস্তাবিত আইনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর প্রাথমিক শিক্ষার অংশেও বলা হয়েছে, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হবে আট বছর মেয়াদি।

প্রস্তাবিত আইনের প্রাথমিক শিক্ষার অংশে আরও বলা হয়েছে, এই আইনের অধীনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও এবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন নিতে হবে। অন্যথায় জেল-জরিমানার শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষাসহ শিক্ষক নিয়োগ কীভাবে করতে হবে তা বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। নোট-গাইড বই পড়ালে কী শাস্তি হবে তাও বলা হয়েছে আইনে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিচালনা কীভাবে করতে হবে তাও এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মাধ্যমে তাদের আপত্তি জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ে। মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন জানান, সরকারি কলেজ শিক্ষকরা আইনের ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিএনপিপন্থী সংগঠন 'শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটে'র চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, প্রস্তাবিত আইনটি শিক্ষক ও শিক্ষার স্বার্থবিরোধী। এটি পাস হলে বর্তমান সরকার শিক্ষক পরিবারের ভোট হারাবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা সব শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে অনুমোদন ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা চালু করলে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি ধারায় (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) জ্ঞান-সমতাভিত্তিক সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক এবং এসব বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।